



সাপ্তাহিক পুষ্টিকা: ১৯৮
WEEKLY BOOKLET: 198

কাজের ওয়ীফা



- অভ্যাচারী ও শয়তানের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার অন্য
- কাগ মুক্ত ইওয়ার ওয়ীফা
- সূরা ফালাক ও সূরা নাস এবং ৫টি ফরীদত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হয়রত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ঈলাইয়াস আওর কাদীরী রহবী

প্রকাশন
কাউন্সিল

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ط

এই বিষয়বস্তু আমীরে আহলে সুন্নাত دَائِشَ بِرَبِّكُمْ أَعْلَمُ কিতাব
“মাদানী পাঞ্জেসুরা” থেকে নেয়া হয়েছে

কাজের ওয়ীফা

আত্মারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে এই পৃষ্ঠিকা “কাজের ওয়ীফা”
পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বাঁচাও এবং তাকে
যিকির ও নাতের মধ্যে সিঙ্ক থাকে এমন জিহ্বা দান করো আর তাকে বিনা
হিসাবে ক্ষমা করো। أَمِينٌ بِجَوَابِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

দরজদ শরীফের ফর্মালত

নবীয়ে পাক ইরশাদ করেন: “যার এটা
পছন্দ হয় যে, আল্লাহ পাকের সাথে এই অবস্থায় স্বাক্ষাত
করবে, আল্লাহ পাক তার উপর সন্তুষ্ট থাকে। তবে তার উচিত
আমার উপর অধিক পরিমাণে দরজদ শরীফ পাঠ করা।”

(আফদালুস সালাওয়াত আলা সায়িদিস সাদাত, ২৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

বুঝগানে দ্বীন থেকে ঘর্ষিত ৩৮টি মাদানী ওয়ীফা

(১) ভৌতিকয় স্বপ্ন থেকে মুক্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۖ ۲۱ বার শুরু ও শেষে ১বার করে দরদ শরীফ
সহকারে শোয়ার সময় পাঠ করে নিলে । إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ۖ ভৌতিকর
স্বপ্ন আর দেখবে না । (ফয়যানে সুন্নাত, খাবারের আদব অধ্যায়, ১/২৪২)

(২) কেন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে আমল

এই আয়াতে করীমা যে কোন প্রাণীর দংশনের ক্ষেত্রে
দ্রুতই কার্যকরী । তা ১১বার পাঠ করে দংশনের স্থানে ফুঁক
দিবে ।

أَمْ أَبْرَمْوَا أَمْ رَا فِي نَّا مُبْرِمُونَ

(পারাঃ ২৫, সূরাঃ যুধুরক্ষ, আয়াতঃ ৭৯)

(৩) রক্ত অর্শরোগ ও বায়ু জনিত রোগ থেকে মুক্তির জন্য

প্রত্যেক প্রকারের রক্তাঙ্গ অর্শরোগ ও বায়ু জনিত রোগ
দূর হওয়ার জন্য দুই রাকাত নামায পড়ুন ১ম রাকাতে সূরা
ফাতিহার পর সূরা ও ২য় রাকাতে সূরা ফীল পড়ুন
এবং সালাম ফিরানোর পর ৭০বার পড়ুন:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ سُبْحَنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ
 এভাবে কয়েকদিন আমল করুন إِنْ شَاءَ اللَّهُ অর্শরোগ দূর হয়ে
 যাবে।

(৪) অর্ধাঙ্গ ও মুখ বলসানো রোগ (এর চিকিৎসা)

মুখ বলসানো রোগ ও অর্ধাঙ্গ রোগ: সূরা যিলযাল লোহা
 বা ষিলের প্লেটে লিখে ধূয়ে পান করুন।

অন্য পদ্ধতি: সূরা যিলযাল ষিল তথা লোহার প্লেটে লিখে
 দিন রোগী তা দেখতে থাকবে, إِنْ شَاءَ اللَّهُ সুস্থ হয়ে যাবে।

(৫) স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য

ধর্মীয় কিতাব বা ইসলামী সবক পাঠ করার পূর্বে নিম্নে
 উল্লেখিত দোয়াটি (শুরু ও শেষে দরজ সহ) পাঠ করে নিন।
إِنْ شَاءَ اللَّهُ যা পাঠ করবে তা স্মরণ থাকবে।

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رُحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْكَرَامِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের
 দরজা খুলে দাও। আমাদের উপর তোমার রহমত বর্ষণ
 করো। হে চির মহান ও চির মহিমাপ্রিত। (আল মুসতাতরাফ, ১/৪০)

(৬) মেধা সমন্বিত দোয়া

প্রতিদিন সবকের পূর্বে নিম্নলিখিত দোয়াটি ৪১ বার পাঠ করে সবক পাঠ শুরু করবেন:

إِنِّي أَنْتَ إِلَهٌ عَالِمٌ وَّأَنَا عَبْدُكَ جَاهِلٌ أَسْئُلُكَ أَنْ تَرْزُقْنِي
 عِلْمًا نَافِعًا وَفَهْمًا كَامِلًا وَطَبْعًا زَكِيًّا وَقُلْبًا صَفِيفًا حَتَّى أَعْبُدْكَ
 وَلَا تُهْلِكْنِي بِالْجَهَالَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا آزِحَّمَ الرَّاحِمِينَ

(৭) কুষ্ট ও জন্ডিম

সূরা বাযিনাহ পাঠ করে কুষ্ট ও জন্ডিস রোগীর উপর ফর্কুঁ দিন ও লিখে গলায় পরিয়ে দিন। দুই বেলায় খাবারে এই সূরা শুন্দ তিলাওয়াত কারীর মাধ্যমে পড়িয়ে ফুঁক দিয়ে খাওয়াবেন। আল্লাহ পাক চাইলে অনেক উপকার হবে।

(৮) রিযিকের প্রশংস্তি

৫০০বার শুরু ও শেষে দরজ শরীফ ১১বার করে ইশার নামাযের পর অযু সহকারে কিবলামুখী হয়ে খালি মাথায় পাঠ করবে। এমনস্থানে অবস্থান করবে যেখানে মাথা ও আসমানের মধ্যে কোন পর্দা না থাকে এমনকি মাথায় টুপিও থাকবে না।

(৯) জীবিকা অন্বেষণ

জীবিকা অন্বেষণের জন্য “সূরা ইখলাস” بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সহকারে ১০০১বার শুরু ও শেষে ১০০বার দরুদ শরীফ সহকারে চন্দ্র মাসের প্রথম ১৪দিন পর্যন্ত পাঠ করা খুবই কার্যকরী ।

(১০) কখনো মুখাপেক্ষী হবে না

যে ব্যক্তি প্রতিরাতে “সূরা ওয়াকেয়া” পাঠ করবে সে কখনো অভাবগ্রস্ত হবে না إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ । (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৪০৯, হাদীস: ২১৮১) হ্যরত খাজা কলিমুল্লাহ্ সাহেব رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: ঝণ পরিশোধ ও অভাব দুর করার জন্য এটা মাগরীবের পর পাঠ করো । (জানাতী যেওর, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)

(১১) চুরি থেকে নিরাপদ থাকবে

“সূরা তাওবা” নিজের আসবাব-পত্রের সাথে রাখলে إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ চুরি থেকে সুরক্ষিত থাকবে ।

(১২) হারানো জিনিস পাওয়ার আমল

৪০বার করে “সূরা ইয়াছিন শরীফ” সাত দিন পর্যন্ত পাঠ করুন ।

(১৩) অঙ্গাব পূর্ণ হওয়ার জন্য

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: নবী কর্ম صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আমার এমন একটি আয়াত জানা আছে, যদি মানুষ এটার উপর আমলকারী হয়ে যায়, তবে তা তাদের অভাব পূরণে যথেষ্ট হবে। (খণ্ডশোধ ও রোজগারের জন্য এটার বেশি বেশি তেলাওয়াত ফলপ্রসু। এটা পরীক্ষিত।)

﴿٢﴾ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلُ لَّهُ مُخْرَجًا
 ۖ وَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
 ۖ وَ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
 ۱﴾ إِنَّ اللّٰهَ بِالْغُّ اَمْرٌ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

(পারা: ২৮, সূরা: তালাক, আয়াত: ২,৩)

(১৪) সমস্ত বাসনা ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে

এক হাজার বার শুরু ও শেষে ১০বার দরদ শরীফ সহকারে পাঠ করে ডান হাতে ফুঁক দিয়ে চেহারার (গালের) নিচে রেখে শুয়ে যাবে, إِنَّ اللّٰهَ سَمِّعَ সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ হয়ে যাবে।

(১৫) তুষারপাত বন্ধ করার জন্য

লোহার কড়াইয়ের কালো অংশের দিকে (তথা উল্টো দিকে) এই দোয়া আঙুল দ্বারা লিখে আকাশের নিচে রাখবে, إِنْ شَاءَ اللَّهُ তুষারপাত বন্ধ হয়ে যাবে। দোয়াটি হলো:

يَا حَافِظْ يَا حَافِظْ

(১৬) হায়িয়ে যাওয়া বা পালাতেক লোককে ফিরে পাওয়ার জন্য

(ক) কোন বুয়ুর্গ ব্যক্তির মাজারের পাশ্বে বসে, আর এটা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে ঘরের এক কোণায় বসে নিম্নলিখিত আয়াতে করীমা

وَوَجَدَكَضَالًا فَهَدَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَعَابًا لَا فَاغْنَىٰ

(পারা: ৩০, সূরা: দ্বোহা, আয়াত: ৭,৮)

নয়শত নবই (১৯১০)বার পড়ার পর একবার “সূরা দ্বোহা” সম্পূর্ণ পাঠ করে দোয়া করলে إِنْ شَاءَ اللَّهُ ফিরে আসবে।

(খ) ইশার নামায়ের পর بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ সহকারে ৪১বার “সূরা দ্বোহা” পাঠ করে, দাঁড়িয়ে ঘরের দু’কোণায় আযান এবং দু’কোণায় তাকবীর বলে ফিরে আসার জন্য দোয়া করবে। এক সপ্তাহের মধ্যে إِنْ شَاءَ اللَّهُ ফিরে আসবে।

(১৭) বিষের প্রভাব পড়বে না

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 لَا يَضُرُّ مَعَ اسْبِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ
 وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

সব সময় এই দোয়া পাঠ করে খাবার খাবেন ও পানি পান করবেন إِنْ شَاءَ اللَّهُ বিষের প্রভাব দূর হয়ে যাবে। বিষ কোন ক্ষতি করবে না। (জান্নাতী মেওর, ৫৭৯ পৃষ্ঠা)

(১৮) জ্বর থেকে আরোগ্য

যার জ্বর হবে সে এই দোয়া সাতবার পাঠ করবে:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مِنْ شَرِّ كُلِّ عَرْقٍ نَّعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

(মুসতাদরিক লিল হাকিম, ৫/৫৯২, হাদীস: ৮৩২৪)

যদি অসুস্থ ব্যক্তি নিজে পাঠ করতে না পারে তাহলে অন্য কোন নামাযী ব্যক্তি সাতবার পাঠ করে ফুঁক দিবে অথবা পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করিয়ে দিবে, إِنْ شَاءَ اللَّهُ জ্বর চলে যাবে। একবারে জ্বর না গেলে বারবার এই আমল করতে থাকুন। (জান্নাতী মেওর, ৫৮০ পৃষ্ঠা)

(১৯) অত্যাচারী ও শয়তানের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য

হযরত সায়িদুনা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ একটি চিঠিতে লিখেছেন: হযরত সায়িদুনা ইমাম জালাল উদ্দীন সুযুতী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ “জামউল জাওয়ামে” নামক কিতাবে মুহাদ্দিস আবু শায়খ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর কিতাব “কিতাবুস সাওয়াব” এবং “তারিখে ইবনে আসাকীর” থেকে নকল করছেন যে, একদিন অত্যাচারী গর্ভনর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী হযরত আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ কে বিভিন্ন প্রজাতির ৪০০টি ঘোড়া দেখিয়ে বললেন: হে আনাস! তুমি কি তোমার মুনিব আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল, হ্যুর পুরনূর চাকচিক্য দেখেছ? হযরত সায়িদুনা আনাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ চালী এর নিকট এর চাইতেও উত্তম জিনিস দেখেছি এবং হ্যুরে আকরাম চালী এর নিকট শুনেছি যে, ঘোড়া তিন প্রকার।

(১) ঐ ঘোড়া যা যুদ্ধের জন্যে রাখা হয়, অতঃপর তা রাখার সাওয়াব বর্ণনা করলেন, (এটা সাধারণ হাদীসের কিতাবে আছে) (২) ঐ ঘোড়া যা আরোহন করার জন্য রাখা হয়।

(৩) তৃতীয় প্রকার ঐ ঘোড়া যা সুনাম ও খ্যাতির জন্য রাখা হয়। এরকম ঘোড়া রাখলে মানুষ জাহানামে যাবে। হে হাজাজ! তোমার ঘোড়াগুলো সেই রকম। (তথা তোমাকে তা জাহানামে প্রবেশ করাবে) একথা শুনে হাজাজ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলো এবং বললো: হে আনাস! আমি যদি এটা বিবেচনা না করতাম যে, তুমি **রাসূলুল্লাহ** ﷺ খেদমত করেছ এবং আমীরগুল মুমিনীন (আবদুল মালিক বিন মারওয়ান) তোমার সাথে সদাচারণের জন্য উপদেশ দিয়েছেন, অন্যথা আমি তোমার সাথে খুব খারাপ আচরণ করতাম। হ্যরত সায়িদুনা আনাস رضي الله عنه বললেন: হে হাজাজ! আল্লাহর শপথ! তুমি আমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করতে পারবে না। আমি **রাসূলুল্লাহ** ﷺ থেকে কিছু কলেমা শিখেছি যেগুলোর বরকতে আমি সর্বদা আল্লাহর পাকের আশ্রয়ে থাকি। আর ঐ কলেমা সমূহের বদৌলতে আমি কোন জালিমের কঠোরতা ও শয়তানের অনিষ্টতাকে ভয় পাইনা। হাজাজ ঐ কথার প্রভাবে চুপ হয়ে গেলো মাথা নিচু করে ফেললো। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠালো এবং বললো: হে আরু হামজা! (এটা হ্যরত আনাস رضي الله عنه এর উপনাম) সেই কালমা আমাকে বলে দিন। হ্যরত সায়িদুনা আনাস

বললেন: আমি তোমাকে কখনো বলবো না যেহেতু তুমি এর উপযুক্ত নও। বর্ণনাকারী বলেন: যখন হ্যরত সায়িদুনা আনাস رضي الله عنه এর জীবনের শেষ সময় চলে আসলো, তখন তার খাদেম হ্যরত সায়িদুনা আব্বান رضي الله عنه তার মাথার নিকট বসে কাঁদতে লাগলেন। হ্যরত সায়িদুনা আনাস رضي الله عنه বললেন: কি চাও! (কাঁদছ কেন)? হ্যরত সায়িদুনা আব্বান رضي الله عنه আরয করলেন: আমাকে এই কলেমার শিক্ষা দিন যেগুলো বলার জন্য হাজাজ আপনার নিকট আবেদন করেছিল। আপনি সেটা জানাতে অস্বীকার করেছিলেন। হ্যরত সায়িদুনা আনাস رضي الله عنه বললেন: নও, শিখে নাও। আর তা সকাল সন্ধ্যা পাঠ করবে। এই কলেমাটি হলো: সায়িদুনা আনাস رضي الله عنه এর দোয়া:

হ্যরত আনাস رضي الله عنه এর দোয়া:

بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَدِينِي بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي بِسْمِ
 اللَّهِ عَلَى مَا أَعْطَانِي اللَّهُ أَكْبَرُ لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ
 أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَعْزُّ وَأَجَلُ وَأَعْظَمُ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ عَزَّ جَارِكُ
 وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ طَالِلُمَّا إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي

وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَارٍ عَنِيدٍ فَإِنْ تَوَلَّوا

فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيمِ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّلِحِينَ

এই দোয়া তিনবার সকালে ও তিনবার সন্ধ্যায় পড়া
বুরুর্গদের আমল ছিলো ।

(জানাতী যেওর, ৫৮৩ পৃষ্ঠা । আখবারুল ইখইয়ার, ২৯২ পৃষ্ঠা)

সকাল ও সন্ধ্যার পরিচয়: অর্ধরাতের পর থেকে সুয়ের
১ম কিরণ পর্যন্ত সকাল (এই সময়ে যা কিছু পাঠ করা হবে
তা সকালে পড়া হয়েছে বলে গণ্য হবে) আর যোহরের প্রথম
ওয়াক্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সন্ধ্যা বলা হয় । (এই সময়ে যা
কিছু পাঠ করা হবে তা সন্ধ্যায় পড়া হয়েছে বলে গণ্য হবে) ।

(২০) স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য

পাঁচ ওয়াক্ত নামায়ের পর মাথার উপর ডান হাত রেখে
১১বার قُوٰيْ يَارِ قُوٰيْ পাঠ করুন । (জানাতী যেওর, ৬০৫ পৃষ্ঠা)

(২১) দৃষ্টিশক্তি হিফায়তের জন্য

পাঁচ ওয়াক্ত নামায়ের পর ১১বার رُبْعُ دু পাঠ করে, উভয়
হাতের আঙুলের অগ্রভাগে ফুঁক দিয়ে চোখে বুলিয়ে নিন ।

(পাঞ্জক, ৬০৬ পৃষ্ঠা)

(২২) মুখের শ্রেণীমীর জন্য

ফজরের নামাযের পর একটি পবিত্র কংকর মুখে রেখে
নিম্ন-লিখিত আয়াত ২১বার পাঠ করবেন: (গ্রাহক)

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

(২৩) পেটের ব্যথার জন্য

এই আয়াত তিন বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান
করিয়ে দিন, বা লিখে পেটে বেঁধে দিন: (জামাতী যেওর, ৬০৬ পৃষ্ঠা)

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۝

(পারা: ২৩, সূরা: সাফ্ফাত, আয়াত: ৪৭)

(২৪) পুরীহা বেড়ে যাওয়া

এই আয়াত লিখে পুরীহার স্থানে বেঁধে দিন। (গ্রাহক)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۝

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৭৮)

(২৫) নাভী পড়ে যাওয়া

(ক) এই আয়াত লিখে নাভীর স্থানে বেঁধে দিন।

(জামাতী যেওর, ৬০৬ পৃষ্ঠা)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

إِنَّ اللَّهَ يُسِّكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرْوَلَّ وَلَيْنُ زَالَتْ آنُ

أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ②

(পারা: ২২, সূরা: ফাতের, আয়াত: ৪১)

(খ) আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত প্রতিদিন একবার নাভীতে হাত রেখে শুরু ও শেষে একবার করে দরদ শরীফ পাঠ করে নিম্ন-লিখিত আয়াত শরীফটি সাত বার পাঠ করে ফুঁক দিন। (এই আমল সগে মদীনা **عُنْقِ عَنْهُ** কর্তৃক পরীক্ষিত)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ أَيْتُ مُحْكَمٌتْ هُنَّ أُمُّ
 الْكِتَبِ وَأُخْرُ مُتَشَبِّهَتْ فَمَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْمٌ فَيَتَسْبِعُونَ
 مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاةً لِلفِتْنَةِ وَابْتِغَاةً تَأْوِيلَهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُولُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا
 وَمَا يَدْعُكُر إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ③ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
 وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ④

(পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ৭,৮)

(২৬) জ্বর

(ক) জ্বর যদি কাঁপানো ছাড়া আসে, তবে এই আয়াতটি লিখে গলায় বাঁধবেন, তা পাঠ করে ফুঁক দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

قُلْنَا يَأْرُكُونِيْ بَرَدًا وَسَلِّمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿٢٩﴾

(পারাঃ ১৭, সূরাঃ আম্বিয়া, আয়াতঃ ৬৯)

(খ) আর জ্বর যদি শরীরে কাঁপুনি সহকারে আসে, তবে এই আয়াত লিখে গলায় বাঁধুন। (জান্নাতি যেওর, ৬০৬ পৃষ্ঠা)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسِهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

(পারাঃ ১২, সূরা: হুদ, আয়াতঃ ৮১)

(২৭) খোশপাচ্ছা

পবিত্র মাটির ঢিলা গুঁড়ো করে এর উপর নিম্নলিখিত দোয়া তিনবার পাঠ করে থুথু দিবেন এবং ঐ মাটিতে সামান্য পানি ছিঁটা দিয়ে ঐ মাটি রোগের স্থানে দিনে ২/৪ বার মালিশ করুন চাইলে পাতি বেঁধে দিতে পারেন। (জান্নাতি যেওর, ৬০৭ পৃষ্ঠা)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝

فَهُمْ أَنْكَفِرِينَ أَمْهَلْهُمْ رُؤْيَا ۝

(পারা: ৩০, সূরা: তারিক, আয়াত: ১৫-১৭)

(২৮) পাগলা কুকুর কামড়ালে

উপরোক্ষে খিত আয়াতকে রুটি বা বিস্কুটের ৪০টি টুকরোয় লিখে দৈনিক এক টুকরা করে খাইয়ে দিন। اللَّهُمَّ إِنِّي مَسْأَلُوكَ الْجَنَّةَ
এ ব্যক্তির জলাতক্ষ রোগ হবে না। (জানাতী যেওর, ৬০৭ পৃষ্ঠা)

(২৯) বন্ধ্যাতু

৪০টি লবঙ্গ নিয়ে প্রত্যেকটির উপর সাত বার করে এই আয়াত পাঠ করবে আর যেদিন মহিলা হায়েজ থেকে পরিত্র হয়ে গোসল করবে ঐ দিন থেকে একটি করে লবঙ্গ শয়ন করার সময় খাওয়া আরম্ভ করবে। এটা খাওয়ার পর পানি পান করবে না। এমতাবস্থায় অবশ্যই স্বামীর সাথে সহবাস করবে। আয়াতটি নিম্নরূপ। (জানাতী যেওর, ৬০৭ পৃষ্ঠা)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

أَوْ كَذُلْكُلِتِ فِي بَحْرٍ لُّجِيٍّ يَعْشُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۝
ظُلْكُلِتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۝ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهَا لَمْ يَكُنْ دِيرَهَا ۝ وَمَنْ لَمْ

يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ نُورًا فِتَالَةً مِنْ نُورٍ

(পারা: ১৮, সূরা: নূর, আয়াত: ৪০) **সন্তান লাভ হবে।**

(৩০) যদি পেটে বাচ্চা বাঁকা হয়ে যায় তবে...

সূরা ইনশিকুফ এর প্রথম ৫ আয়াত তিনবার পাঠ করুন। (শুরু ও শেষে তিনবার করে দরুদ শরীফ পাঠ করুন) আয়াত গুলোর শুরুতে প্রতিবার **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** পাঠ করুন। পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করে নিন। প্রতিদিন এই আমল করতে থাকুন। মাঝে মাঝে এই আয়াত সমূহ পড়তে থাকুন। অন্য কেউও ফুঁক দিয়ে দিতে পারবে। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** বাচ্চা সোজা হয়ে যাবে। প্রসব বেদনার জন্যও এ আমল উপকারী।

(৩১) কলেরা

সকল প্রকারের খাদ্যদ্রব্যে সূরা কুদর পাঠ করে ফুঁক দিন **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** নিরাপদ থাকবে আর যার কলেরা রোগ হয়ে যায় তাকেও এই সূরা কোন কিছুতে ফুঁক দিয়ে খাইয়ে দিন ও পান করিয়ে দিন **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** আরোগ্য লাভ হবে। (জানাতি যেওর, ৬০৯ পৃষ্ঠা)

(৩২) ব্যথা ও পেট ব্যথার জন্য
এই আয়াতে করীমা লিখে পান করিয়ে দিন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝

(পারা: ২৩, সূরা: ইয়াসিন, আয়াত: ৭৭)

(৩৩) শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যথার জন্য

নামায়ের পর সাতবার নিম্নলিখিত আয়াতে করীমা পাঠ
করে উভয় হাতে ফুঁক দিয়ে ব্যথার স্থানে মালিশ করুন,
এবং ব্যথা চলে যাবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

لَوْأَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ حَاسِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشِيَةٍ

اللَّهُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

(পারা: ২৮, সূরা: হাশর, আয়াত: ২১)

(৩৪) স্বপ্নদোষ থেকে রক্ষা

স্বপ্নদোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য “সূরা নূহ” শোয়ার
সময় একবার পাঠ করে নিজের উপর ফুঁক দিন।

(৩৫) চোখে কখনো ব্যথা করবে না

مَرْحَبًا بِحَبِيبِي وَقُرْةِ عَيْنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
রضي الله عنه

হযরত সায়িদুনা ইমাম হাসান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি মুয়াজিনকে أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ বলতে শুনে উল্লেখিত দোয়া পাঠ করবে ও নিজের আঙুল চুম্বন করে চোখের সাথে লাগাবে সে ব্যক্তি কখনো অঙ্গ হবে না ও তার চোখে কখনো জ্বালা-যন্ত্রণা করবে না। (মাকাসিদুল হাসানা, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

(৩৬) ঘরে মাদানী পরিবেশ ত্রৈরী করার ব্যবস্থাপন

رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ آزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قَرَّةً

أَعْيُنٌ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

(পারা: ১৯, সূরা: ফোরকান, আয়াত: ৭৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানকে আমাদের চোখের জন্য শীতলতা বানাও। আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের আদর্শ বানিয়ে দাও।

(পারা: ১৯, সূরা: ফোরকান, আয়াত: ৭৪)

প্রত্যেক নামায়ের পর শুরু শেষে দরদ শরীফ সহ একবার পাঠ করে নিন। إِنَّ اللَّهَ سَمَّا সন্তান-সন্ততিরা সুন্নাতের অনুসারী হবে ও ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

(মাসায়েলুল কোরআন, ২৯০ পৃষ্ঠা)

(৩৭) ডাইবেটিক রোগ থেকে আরোগ্য লাভ

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَذْنَكَ سُلْطَنًا نَصِيرًا

(পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাইল, আয়াত: ৮০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সত্যভাবে প্রবেশ করাও, সত্যভাবে বাহিরে নিয়ে যাও এবং আমাকে তোমার পক্ষ থেকে সাহায্য কারী প্রদান করো।

এই কোরআনী দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে (শুরু ও শেষে তিনবার দরজ সহ) পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করুন। (চিকিৎসার মেয়াদ আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত)

(৩৮) খুণ মুক্ত হওয়ার ওয়ীফা

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمِّنْ سِوَاكَ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! হালাল রিয়িক দানের মাধ্যমে হারাম থেকে বাঁচাও এবং তোমার দয়া ও মেহেরবানীতে তুমি ছাড়া অন্য কারো মুখাপেক্ষী করিও না।

উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক নামায়ের পর ১১বার করে এবং প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা ১০০বার করে পড়ুন। (শুরু

ଓ ଶେଷେ ଏକବାର କରେ ଦରକାଦ ଶରୀଫ)

ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ: ଏକ ଚୁକ୍କିବନ୍ଦ ଗୋଲାମ (ଏ ଗୋଲାମକେ ବଲେ, ଯେ ନିଜେର ମାଲିକେର କାହିଁ ଥେକେ ଟାକା ଆଦାୟେର ବିନିମୟେ ମୁକ୍ତ ହେଁଯାର ଚୁକ୍କି କରେଛେ) (ମୁଖତାସାରକୁଳ କୁଦ୍ରୀ, ୧୭୧ ପୃଷ୍ଠା) ହୟରତ ମୁଶକିଲ କୋଶା, ଆଲୀ ମରତୁଜା ଶେରେ ଖୋଦା رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ଏର ଦରବାରେ ଆରଯ କରଲୋ: ଆମି ଆମାର ଚୁକ୍କିମତ ଟାକା ମୁନିବକେ ଆଦାୟ କରତେ ଅପାରଗ, ଆମାକେ ସାହାୟ କରନ୍ତି । ତିନି ବଲଲେନ: ଆମି କି ତୋମାକେ ଏମନ କିଛୁ କଲେମା ଶିଖାବୋ ନା, ଯା ରାସ୍‌ଲୁଲ୍ଲାହ୍ أَكُفَّنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ଆମାକେ ଶିଖିଯେଛେନ? ଯଦି ତୋମାର ଉପର ‘ସାଇର’ ପାହାଡ଼ ସମାନ (ସାଇର ଏକଟି ପାହାଡ଼ର ନାମ ।) (ନେହାୟା, ୩୨ ଖତ, ୬୧ ପୃଷ୍ଠା) ଝାଣ ଥାକେ, ତରୁ ଆଲ୍ଲାହ ପାକ ତୋମାର ପକ୍ଷ ଥେକେ ପରିଶୋଧ କରେ ଦିବେନ । ତୁମି ଏଭାବେ ବଲବେ:

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

(ସୁନାନେ ତିରମିଯି ୫/୩୨୯, ହାଦୀସ: ୩୫୭୫)

ମୂର୍ମା କାଫିରଙ୍ଗନେର ଏଟି ଫୟାଲତ

(୧) ହୟରତ ସାଯିଦୁନା ଫାରୁଓୟା ବିନ ନାୱଫେଲ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ; ତିନି ନବୀକୁଳ ସୁଲତାନ, ମାହବୁବେ ରହମାନ, ହ୍ୟୁର

পূরনূর এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয় করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ চল্লিল্লাহু عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! আমাকে এমন কিছু বিষয় বলে দিন যা আমি বিছানায় যাওয়ার সময় (অর্থাৎ শোয়ার সময়) পাঠ করে নিব। নবী করীম ইরশাদ করলেন: “**قُلْ يٰيٰهَا الْكٰفِرُوْنَ**” পাঠ করে নিও। এটা শিরিক থেকে মুক্তি স্বরূপ।”

(সুনানে তিরমিয়ী, ৫/২৫৭, হাদীস: ৩৪১৪)

(২) হ্যরত সায়িদুনা আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত; প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হ্যুর পূরনূর এক সাহাবী رضي الله عنه কে ইরশাদ করলেন: “হে অমুক! তুমি কি বিবাহ করে নিয়েছো?” তখন সে আরয় করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আল্লাহহ পাকের শপথ! বিবাহ করিনি। বিবাহ করার জন্য আমার কাছে কিছুই নেই। রাসূলাল্লাহ্ ইরশাদ করলেন: “তোমার কি মুখস্থ নেই?” সে আরয় করলো: কেন থাকবে না। হ্যুর ইরশাদ করলেন: “এটা এক তৃতীয়াৎশ কোরআনের সমান।” অতঃপর ইরশাদ করলেন: “তোমার কি **إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اَللّٰهُ وَالْفَتْحُ** মুখস্থ নেই?” সে আরয় করলো: কেন থাকবে না? (রাসূল

(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ইরশাদ করলেন: “এটা এক চতুর্থাংশ কোরআনের সমান।” আবার জিজ্ঞাসা করলেন: “তোমার কি **قُلْ يٰيٰهَا الْكُفَّارُونَ** মুখস্ত নেই?” সে আরয় করলো: কেন থাকবে না? (রাসূল ﷺ) ইরশাদ করলেন: “এটা কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান।” আবার ইরশাদ করলেন: “তোমার কি **إِذَا زُلْزِلتِ الْأَرْضُ زُلْزِلَاهَا** মুখস্ত নেই?” সে আরয় করলো: কেন থাকবে না। (রাসূল ﷺ) ইরশাদ করলেন: “এটা এক চতুর্থাংশ কোরআন।” এরপর (প্রিয় নবী ﷺ) ইরশাদ করলেন: “বিবাহ করে নাও” “বিবাহ করে নাও”।

(সুনানে তিরমিয়া, ৪/৮০৯, হাদীস: ২৯০৪)

(৩) হ্যরত সায়্যদুনা ইবনে আবাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, হ্যুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “**إِذَا زُلْزِلتِ** এক **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ**, অর্ধ কোরআনের সমান, আর **قُلْ يٰيٰهَا الْكُفَّارُونَ** এক চতুর্থাংশ কোরআনের সমান।”

(সুনানে তিরমিয়া, ৪/৮০৯, হাদীস: ২৯০৩)

সূরা ইখলাসের দ্বিতীয় ফালত

(১) হ্যরত সায়িদুনা আবু দারদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত; প্রিয় আকু, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: তোমাদের মধ্য থেকে কেউ রাতে এক তৃতীয়াংশ কোরআন কেন পড়ো না? সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: কোন ব্যক্তি এক তৃতীয়াংশ কোরআন কিভাবে পাঠ করতে পারে? নবী করীম, রউফুর রহীম قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (সূরা ইখলাস) এক তৃতীয়াংশ কোরআনের সমান।”

(সহীহ মুসলিম, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮১১)

(২) হ্যরত সায়িদুনা আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “একত্রিত হয়ে যাও। কেননা, এখনই আমি তোমাদের সামনে কোরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করবো।” অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম এর মধ্যে যারা একত্রিত হওয়ার ছিলো, তারা একত্রিত (জমায়েত) হয়ে গেলো। অতঃপর নবী করীম قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ তাশরীফ আনলেন এবং (তথা সূরা ইখলাস) পড়লেন, এরপর চলে গেলেন।

আমরা একে অপরকে বলতে লাগলাম, হয়ত আসমান থেকে কোন সংবাদ (ওহী) এসেছে, তাই নবী করীম চলে গেলেন। এরপর যখন নবী করীম, **রَبُّكُمْ** পুনরায় তাশরীফ আনলেন তখন ইরশাদ করলেন: “আমি তোমাদের সামনে কোরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ার কথা বলেছিলাম। তবে শুনে রাখো, এই সূরা (ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।” (সহীহ মুসলিম, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮১২)

(৩) হ্যরত সায়িদুনা আবু সাউদ খুদরী رضي الله عنه বলেন: এক ব্যক্তি কাউকে বার বার **أَعْلَم** (সূরা ইখলাস) পাঠ করতে শুনলেন। তখন সকালে প্রিয় নবী **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ** এর দরবারে এসে তার আলোচনা করলো। ঐ (আগুন্তক) ব্যক্তি যেন সেটাকে (অর্থাৎ- সূরা ইখলাসকে) কম মনে করছিলো। তখন **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করলেন: ঐ সত্ত্বার শপথ! যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ। এই সূরা কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

(সহীহ বুখারী, ৩/৪০৬, হাদীস: ৫০১৩)

(৪) হ্যরত সায়িদুনা মুয়াজ বিন আনাস জুহনী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত; রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করলেন: “যে ব্যক্তি ১০

বার আহ্মেদ হুসন পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে একটি মহল (দালান) তৈরী করবেন।” হ্যরত সায়িদুনা ওমর বিন খাতাব رضي الله عنه আরয় করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তাহলে তো আমরা এটাকে অধিকহারে পাঠ করবো। হ্যুর ইরশাদ করলেন: “আল্লাহ পাক অনেক বেশি (পরিমাণে) দানকারী ও পবিত্র।”

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৫/৩০৮, হাদীস: ১৫৬১০)

(৫) উম্মুল মু'মিনীন হ্যরত সায়িদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম, হ্যুর এক ব্যক্তিকে এক (ছোট) যুদ্ধে দলপতি বানিয়ে পাঠালেন। সে তার সঙ্গীদের (নিয়ে) নামায পড়ানোর সময় নামাযে অন্যান্য সূরার সাথে শেষে আহ্�মেদ হুসন পড়তেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পর লোকেরা প্রিয় রাসূল চলি এর নিকট এই ব্যাপারে আলোচনা করলো। তখন নবী করীম ইরশাদ করলেন: “তাকে জিজ্ঞাসা করো, সে কেন এরকম করে?” লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো: “আমি তা প্রত্যেক নামাযে এজন্য পড়ি যে এটা আল্লাহ পাকের গুণাঙ্গণ (সম্মতি সূরা), আর আমি

স্টোকে পাঠ করতে পছন্দ করি।” এটা শুনে নবী করীম
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “তাকে সংবাদ দাও যে,
আল্লাহ পাক ও তাকে মুহাবত করেন (ভালবাসেন)।”

(সহীহ বুখারী, ৪/৫৩১, হাদীস: ৭৩৭৫)

(৬) হ্যরত সায়িদুনা আবু হুরাইরা
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন: আমি
প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী
এর সাথে চَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
কোথাও যাচ্ছিলাম। তখন হ্যুর পুরনূর
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
কাউকে সূরা ইখলাস পাঠ করতে শুনলেন। তখন প্রিয়
নবী
চَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “ওয়াজিব হয়ে
গেছে।” তখন আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ
কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? প্রিয় নবী
চَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “জান্নাত।”

(ইমাম মালিক প্রবীত মুয়াত্তা, ১/১৯৮, হাদীস: ৪৯৫)

(৭) হ্যরত সায়িদুনা আনাস
রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত;
তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে
রাবুল ইজ্জত, হ্যুর পুরনূর
চَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:
“যে ব্যক্তি দৈনিক ২০০বার তুলুলু
فَلْ مُوَالٌ أَحَدٌ (সূরা ইখলাস)
পাঠ করবে, তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া
হবে (তবে তার উপর (যদি) কর্জ থেকে থাকে তা
ব্যতীত)।” (সুনানে তিরমিয়ী, ৪/৮১১, হাদীস: ২৯০৭)

সূরা ফালাক ও সূরা নাম এর পেটি ফর্যালত

(১) হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنهما বলেন: নবী করীম, রউফুর রহীম, হ্যুর আমাকে ইরশাদ করলেন: “হে জাবির! পড়ো!” আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! আমার মা-বাবা আপনার উপর উৎসর্গ। কি পড়বো? ইরশাদ করলেন: “قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ও قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ” অতঃপর আমি এই দুটি (সূরা) পড়লাম, তখন (হ্যুর) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “এই দুটি (নিয়মিত) পাঠ করতে থাকো। কেননা, তোমরা নিশ্চয় এর সমকক্ষ (অন্য কিছু) পাঠ করতে পারবে না।”

(আল ইহসান বি তারতীবে সহীহ ইবনে হাবীব, ২/৮৪, হাদীস: ৭৯৩)

(২) হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رضي الله عنه থেকে বর্ণিত; আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে ছিলাম। তখনই হ্যুর পুরনূর ইরশাদ করলেন: “হে ওকবা! আমি কি তোমাকে পড়া যায় এমন উভয় দুটি সূরা শিক্ষা দিবো না?” অতঃপর নবী করীম, রউফুর রহীম, হ্যুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে শিক্ষা দিলেন। (সুনানে আবু দাউদ, ২/১০৩, হাদীস: ১৪৬২)

(৩) হ্যরত সায়িদুনা ওকবা বিন আমের رضي الله عنه থেকে বর্ণিত; আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে জুহফা ও আবওয়ার (দুই স্থানের) মধ্যখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন প্রচল ধুলোঝড় ও ঘন অঙ্ককার আমাদেরকে ঘিরে ফেললো। তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ও الْفَقَئِ এর মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং আমাকে ইরশাদ করলেন: “হে ওকবা! এই দুই সূরার ওসীলায় আশ্রয় চাও।” কেননা কোন আশ্রয় প্রার্থনাকারী এর সমতুল্য কোন কিছুর ওসীলায় আশ্রয় চাইনি।” (সুনানে আবু দাউদ, ২/১০৩, হাদীস: ১৪৬৩)

(৪) উম্মুল মু'মিনীন হ্যরত সায়িদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত; যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আরাম করার জন্য বিছানায় তাশরীফ আনতেন তখন দুই হাত একত্র করে “সূরা ইখলাস, ফালাকু ও নাস” পাঠ করে ফুঁক দিতেন ও শরীর মোবারকে যতটুকু হাত পৌছানো যেত ততটুকুতে হাত বুলিয়ে নিতেন। তবে হাত বুলানো শুরু হতো মাথা ও মুখমন্ডল থেকে শরীর মোবারকের সামনের দিক থেকে। আর এভাবে তিনবার এই আমল করতেন। (সহীহ বুখারী, ৩/৮০৭, হাদীস: ৫০১৭)

(৫) হ্যরত সায়িদুনা আবুল্লাহ ইবনে হাবীব رضي الله عنه থেকে
বর্ণিত; রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম
رضي الله عنه তাকে ইরশাদ করলেন: “**قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ**”
(তথা- সূরা ফালাকু ও সূরা নাস) দৈনিক ৩ বার করে
সকাল সন্ধ্যা পাঠ করে নিও। এটা তোমার জন্য সব
কিছুর ব্যাপারে যথেষ্ট হবে।” (আদ দুররূল মনছুর, ৮/৬৮১)

الحمد لله رب العالمين والشكوة واللهم في سيد المرسلين لا ينفعك الموت بالذين لا يعنك التجنيد بمن لا يؤمن بالتجنيد



বৃথাপন্নিতি থেকে সুরক্ষিত থাকার আমল

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া
পাঠ করবে, সে কখনো অভাব
অনটনে পড়বে না। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ

(মিশকাত, ১/৪০৯, হাদীস: ২১৮১)



মাকতাবাতুল মদিনার বিভিন্ন শাখা

হেতু অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, ঢাকাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফরবান্দে মদিনা জামে মসজিদ, জামিল মোড়, সায়েন্সাবাস, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
অল-বাতাহ শপিং সেটার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিয়া, ঢাকাম। মোবাইল ও বিকলশ নং: ০১৮৪৫৪০৫৮৯
কামৰীপুর, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭০৪৭৮১০২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawatishami.net